আবার দেখা...

(REMINISCING)

ফিজিওলজি বিভাগ

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
বি.এস সি অনার্স
সেম-২(২০২১-২০২২)

সম্বিত
নস্কর

অমিত্রজিৎ
মান্না

অদ্রিজা
চক্রবর্ত্তী

ডঃ বর্ণালী
রায় বসু

সূচিপত্র (CONTENTS)

ভূমিকা
(INTRODUCTION)

রবীন্দ্র-চেতনা
(THE INTERPRETATIONS)

খোলা চিঠি
(THE OPEN LETTERS)

সমাপ্তি
(THE ENDING)

উৎস
(SOURCES)

কৃতিত্ব
(CREDITS)

ভূমিকা (INTRODUCTION)

"হেথা হতে যাও পুরাতন " — না না তিনি বললেই কি সব হয়ে গেলো নাকি ? নতুনের খেলা আরম্ভ হলেও আমরা যে পন করেছি " যেতে নাহি দিব "... দেখা যাক আমরা তাঁকে আটকে রাখতে পারি কিনা !

তাঁর ওই চরন , " ফিরিবার পথে নাহি দুর হতে যদি দেখ চাহি / পারিবেনা চিনিতে আমায় হে বন্ধু বিদায়" আমরা মিথ্যে প্রমান করতে পারি কিনা দেখি ।।

রবীন্দ্র-চেতনা

(THE INTERPRETATIONS)

" আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে—
আজি হতে শতবর্ষ পরে। "

সেকাল একাল

" তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম "
ছোটবেলায় শুনতাম গানটা , কেমন যেন ঘুম নেমে আসত দু চোখে। মনে হত কেউ যেন চুপ করে মনের মনিকোঠায় স্থান অধিকার করে বসে আছে। সেটা সম্পূর্ন গোপন , কারন তখন তো জানতাম প্রেম করলে বাড়িতে ভীষন বকা খাবে সেই প্রেমিক। তাই তার প্রেয়সী কে চুপ করে অতি সংগোপনে লুকিয়ে রেখেছে। রাত্রিবেলায় তাকে বলে , " জাগিবে একাকী তব করুন আঁখি " যাতে শুধু সে জেগে ওঠে আর তাকে প্রান ভরে দেখে তার , " অঞ্চল ছায়া " তে লুকিয়ে বসে ... তার সারাদিনের ক্লান্তি যেন সেই প্রেয়সী " ভরিবে সৌরভে ... নিশীথিনী সম "।

কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে যখন একপাক্ষিক প্রেম ধারণাটা মাথায় এলো তখন বুঝতে পারলাম এ কোন মার্গের গান এতদিন শুনে এসেছি। শুভায়ু সেন মজুমদার এর সেতারে এই গানের সুর মূর্ছনা কানে পৌঁছতেই বুঝতে পারি, যে সত্যিই তাকে হৃদয়ে নিরবে রইতে দিতে হবে , নইলে সমুহ ক্ষতি...

আমার সকল দুঃখ , বেদনা সমস্ত কিছু সেই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থানকারী ব্যক্তির দেহ সৌরভের কাছে বিলীন হয়ে যাবে। একবার তার নৈকট্য উপলব্ধি করলেই জাগতিক সমস্ত দুর্নিবার আকর্ষণ ফিকে হয়ে যাবে ... কারণ সে যে এমনই।।

" কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া "
ভাবলেই হাসি পায় যে আগে কিসব ভাবতাম গানটা নিয়ে ... শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক নতুন বৌঠান ছিলেন, বয়সের তারতম্য খুব একটা চোখে পড়ার মতো না । তাকে হৃদয় দিয়ে বসা কবিগুরু হয়তো এই গানটা রচনা করেছিলেন তাঁর জন্যই । গানের কিছু কিছু পঙক্তি শুনলে ছোটবেলায় এই ধারণা আরো মজবুত হত , যেমন - " চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি / গোপনে তোমারে সখা কত ভালোবাসি " , " কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয় / কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয় " আর এই ধারণা আরো জমাট আকার ধারণ করে শেষ পঙক্তিতে, " আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি / কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি " এ যেন নতুন বৌঠান এর দেওয়া প্রেমের প্রস্তাব ।

ছোটবেলার রোমান্টিক মুড বেশিদিন টেকেনি যখন বুঝেছি যে, " তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া " — এই চরণ স্বয়ং বিশ্বপিতার চরণ। একটা মানুষ যে বিধাতাকে সখা বলে পরিচয় দিয়ে হৃদয়ের সুপ্ত ইচ্ছা কলমের আঁচড়ে প্রকাশিত করতে পারেন, এ ভাবনা যে ছোটবেলার অকালপক্ক মনে কোনোভাবেই আসতে পারে না। বিধাতার জন্য গভীর প্রণয় কেউ দেখবে না, কেউ তাঁর অশ্রুবারিচয় দেখবে না। পুরোটাই মনের গহীন অন্তরায় লুক্কায়িত থাকবে। কিন্তু ইহলোকের মায়া ত্যাগ করার সময়ে যখন সেই বিধাতা পুরুষ নিজে এসে প্রেম নিবেদনের রূপকে পরলোকে আহ্বান করেন তখন তিনি যে কতটা উৎফুল্ল তা তিনি প্রকাশ করতেও অপারগ।

“ খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি ”

বিচিত্র -২৬ পর্যায়ের মিশ্র কেদারা খাম্বাজ রাগের এই গানের অর্থ যে ছোটবেলায় যা ভেবেছি, তেমন বড় হয়ে ভাবা যাবে না এটা ধারণাতীত ছিল । আগে ভাবতাম আমরা যেভাবে লাঠির ঘর বানাতাম ঠিক তেমন ভাবেই খেলার জন্য ঘর বানাচ্ছেন ছোট্ট রবি । আসলে আমরাও ছোট ছিলাম তো তখন !

মনের ভিতরে খেলাঘর বাঁধতে গিয়ে কতরাত যে জেগে কাটাতে হয়েছে সেসব নিশ্চয়ই কোনো সখা কে বলতে গিয়ে তাকে না পেয়ে হয়তো কাগজকে সখা বানিয়েছেন ভেবে এসেছিলাম এতদিন।

“প্রভাতে পথিক ডেকে যায়, অবসর পাই নে আমি হায়, বাহিরের খেলায় ডাকে সে, যাব কী করে,”

এই চরণ বরাবর বুঝিয়ে এসেছে যে রাত জাগতে জাগতে সকাল হয়ে যাওয়ায় পথিক ডেকে চলে যায় তাও তিনি অবসর পান না ।

কিন্তু মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুগুম্ফের আগমন হতেই বোঝা যায়, যে আমরা এতদিন নিজেদের মনের গোপন চিনতাম না। কোনো বিরহকাতর প্রাণ যে বিনিসুতোর মালা গাঁথার মত অসম্ভবের সাথে ঘর করার স্বপ্ন দেখে চলেছে। সেই প্রাণ স্বপ্ন দেখায় এতটাই বিভোর যে কারুর উপস্থিতি টের পাচ্ছে না সে।

লেখা: সম্বিত নস্কর

পাওয়া...

১. তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই ।
মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই ।।
২. ও জোনাকী, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
৩. তোমরা যে বলো দিবস-রজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'—
সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময় ।
৪. মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
৫. ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।

৬. ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল "ক্ষমা করো সবে", বলে গেল
"ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো"।

১. আমার যা ছিল তা গেল ঘুচে যা নেই তার
ঝোঁকে —
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি মরি তারি
শোকে ?
২. তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো
হয়েও নও গো ছোটো
৩. ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছনা
হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে আকাশের
তারা তেয়াগে কায় ।

৪. দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
৫. কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়—
৬. লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে
তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি
বেসেছ ভালো।

লেখা: অদ্রিজা চক্রবর্ত্তী

রবি ঠাকুরের তোতাকাহিনী — অতঃকিম

কবিগুরুর তোতাকাহিনীর তোতাটি আপন ছন্দে জীবন কাটাইতো। সে ছিল বনের পাখি, খাঁচার পাখির এটিকেট জানিত না। এমন পাখিকে রাজা উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি কাউন্সেলিং করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে সাধারণ খড়কুটা দিয়া বানানো ছোট্ট বাসায় বেশি বিদ্যা ধরিবার জায়গা নাই বলিয়াই অর্বাচীন পাখিটি এইরূপ মূর্খ হইয়া রহিয়াছে। রাজা তার উপযুক্ত পরামর্শদাতা ও বিদ্বজনদের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে প্রকৃত শিক্ষা লাভের জন্য দরকার একটি বহু মূল্যবান বিদ্যাস্থান ও উচ্চ ডিগ্রিধারী সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু পণ্ডিত

যাহারা এই ধরনের মৌলিক অধিকার সম্পন্ন পাখিকে দায়িত্ব লইয়া তথ্যনির্ভর শিক্ষা দানের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবেন। রাজার এই অভূতপূর্ব শিক্ষানীতি অনুযায়ী সোনার খাঁচায় উচ্চ বেতনভোগী পণ্ডিতদের দ্বারা তোতাপাখির শিক্ষাদান চলিতে লাগিল। এইরূপ শিক্ষাদানের মাহাত্ম্য দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। নিয়মিতভাবে রাজা তাহার টিমের নিকট হইতে ফিডব্যাক লইতে লাগিলেন। সব জায়গাতেই কিছু মানুষ থাকেন যাহারা প্রশ্ন করিতে চাহেন, যাচাই করিতে চাহেন। আনুগত্যের চাহিতে আপন বুদ্ধিমত্তাকে বেশি স্থান দেন এমন এক নিন্দুক রটাইয়া দিলেন যে সত্যিই পাখিটির সবকিছু শিক্ষা হইয়াছে কিনা। এ কথা শুনিয়া রাজা সরোজমিনে স্থান পরিদর্শনে যাইলে যথাযোগ্য সম্মান ও সাড়ম্বরে

পাত্র-মিত্র সভাসদগণ মহাশয়কে বরণ করিয়া যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য নেওয়া সমস্ত পলিসিগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করিল । রাজা যারপরনাই খুশি হইলেন। যাইবার কালে সেই নিন্দুক আবার প্রশ্ন তুলিলেন যে রাজামশাই পাখিটিকে নিজে যাচাই করিয়াছেন কিনা। রাজামশাই প্রকৃত বিচারক, তিনি সরোজমিনে তোতাপাখিটিকে দেখিতে আবার যাইলেন। সে কি চমৎকার কারিকুলাম! সোনার খাঁচায় দানাপানি দিয়া জায়গা নষ্ট না করিয়া রাশি রাশি পুঁথির বহু জিবি শিক্ষা কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখে ঠাসিয়া মগজস্থ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গান গাহিবার জন্য, ডানা ঝাপটাইবার জন্য এমনকি শব্দ নির্গত হইবার জন্য শরীরে যে ন্যূনতম স্থান থাকিবার দরকার তাও নাই, যাতে শিক্ষা গ্রহনে বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেওয়ার মতো কোনো

ফাঁক না থাকিতে পারে। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিন্দুককে কান মলা ও তার গুণগ্রাহীর দলকে যথাযথ ইন্সেন্টিভ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তোতাপাখিটি শিক্ষার চাপে ধীরে ধীরে আধমরা হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু স্বকীয়তার জন্য যে সামান্য ভুলটুকু তাহার আছে তাহার ওপর ভর করিয়া সে আলোর দিকে চাহিতে চাহে, ডানা ঝাপটাইতে, চ্যাঁচাইতে, সোনার খাঁচা হইতে বাহির হইতে চাহে। এমনকি সেই শীর্ণকায় ঠোঁট দিয়া খাঁচাটিকে কাটিতে চাহে। বেয়াদব পাখিটিকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য কামার আসিয়া হাঁপর ও হাতুড়ি লইয়া পাখির পায়ে শিকল পরাইয়া দিলো। যাতে সে মূর্খের মতো ডানা ঝাপটাইয়া নিজের খাঁচা ছাড়িয়া যাইবার মতন আস্পর্ধা না দেখাইতে পারে সেইজন্য ডানা দুটি ও কাটিয়া দেওয়া হইল। রাজার শালারা পাখির

এইরূপ নেমকহারামি দেখিয়া যারপরনাই রুষ্ট হইলেন। পন্ডিতেরা কলম ও সড়কি সহযোগে পাখিটিকে উচ্চমানের শিক্ষাদানে ব্রত হইলেন। পাখিটিকে শিক্ষা দেবার কাজে নিয়োজিত সকল স্টেকহোল্ডারদের পারিতোষিক বাড়িয়া গেল ও তাহাদের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইল। পাখিটিকে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া বিরামহীন গতিতে চলতেছিল। এমন সময় সেই ব্যাটা নিন্দুক রটাইয়া দিলেন যে পাখিটি মরিয়া গিয়াছে। রাজামশাই সে কথা শুনিয়া ভাগিনাকে জিজ্ঞেস করিয়া জানিয়াছিলেন যে পাখিটির শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সে এখন আনট্রেইন্ড ও আনএডুকেটেড বনের পাখিদের মতো দানা চাহেনা, ডানা ঝাপটায় না, আলোর দিকে চাহে না। তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। রাজামশাই নিজে পাখিটির পেট টিপিয়া

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সত্য সে আগের মতন টু শব্দটি করিতে পারে না, কেবল তার পেটের ভিতর হইতে পুঁথির শুকনো পাতার খসখস আওয়াজ গজ গজ করিতেছে। বাহির দুনিয়ায় তখন নব বসন্তের দক্ষিণা বাতাসে আন্দোলিত তরুবর, পাখিদের কোলাহলহীন নীল আকাশ দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভরিয়া তুলিতেছে।

অতঃকিম

রবি ঠাকুরের শতবর্ষ আগে লেখা প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান ডিজিটালাইজড যুগে কেমন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়া আছে তাহা আলোচনা করিবার ভারগুলি সুধী পাঠকগনের উপরে ছাড়িয়া দিলাম। সময় সংকুলানের যুগে প্যাকেটজাত চটজলদি খাবারে বাজার ভরিয়া গিয়াছে, তবে তাহা সুস্থ শরীরের

জন্য কতটা উপযোগী, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথাগুলি বুড়ো ঠাকুর বহুদিন আগে বলিয়াছিলেন। তার তোতাকাহিনীর নির্যাস আমরা কতটা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা মূল্যায়ন করিতে তাকে আজ আমাদের বড় প্রয়োজন।

লেখা: প্রফেসর বর্নালী রায় বসু

A CHILDREN'S SONG

In our younger days, it was required for us to learn or memorize a poem or a song. On several ocassions , the children of the house were asked to present that poem or song to the spectators . Tagore with his wide range of "simple elegant verses and songs " was the man of choice. The first one that I was taught was 'Amra Sobai Raja '. The lyrics roughly translates to – ' We are all kings under our ruler . The ruler honours us and we return the same , for he has not reduced us to slaves . We can choose our opinions but agree to his path . And thus we hail our King.'

At that time, this seemed absolute nonsense. Still, whenever a dilemma regarding leadership or superiority arose in my house, school or sports field, I was reminded of this song.

But as I grew up the implied ideas in the lyrics percolated my mind – the ideas of freedom, democracy, self rule; far fetched dreams for our colony started to tickle my budding thoughts. It fills us with wonder, how he incorporated all these in 'a children's song'! We sang unknowingly till one day it struck us. How simple yet how extraordinarily complex the ideas it bore!

Inculcating these ideas in an immature mind is essential as it allows them to form an unbiased opinion on subjects like independence, civic duty, social responsibility, welfare etc. They gradually understand the true meaning of living under a free democratic governance. The concept of democracy was relatively new to the Indians in the mid twentieth century. Widespread illiteracy, poverty, lack of awareness, casteism and the prevalence of native states didn't help either. Amidst all those, a ' children's song ' propagated the awareness among hundreds of future citizens, without letting them know the eminence of it .

Just like a vaccine prepares us for future exposure to germs, this song prepared us for becoming citizens of an independent India who are acknowledged about their responsibilities. Through his foresight he created many poems, stories and songs for children which gave out their true radiance as we aged and understood them better. His masterpiece, 'Sahaj Path' (Easy Reader), a guide to the Bengali language is still taught in the schools. The innocent looking recitables, upon mature inspection show deep knowledge about social issues. An unfathomable value of a little tune can be witnessed here, the power of music.

Multiple examples like these are present among his works. He was a man of immense knowledge, a dreamer in the true sense, who harboured a vision for a future of free thinkers of a beautiful bright Nation.... Indeed Tagore was a futuristic man .

Writer: Amitrajit Manna

খোলা চিঠি
(THE OPEN LETTERS)

" চিঠি লিখব কথা ছিল,
দেখছি সেটা ভারি শক্ত।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখতে পারি তক্ত তক্ত। "

পূজনীয় রবিদাদু,

শুভ্র জন্মতিথি দাদু, কেমন আছো গো? জানো, আজ প্রায় একশত একষট্টি বছর হতে যায়, তুমি সেই পথে গমন করেছ যে পথে তোমার পূর্বপুরুষ অনেক আগেই প্রস্থান করেছিলেন। আশা করি বিধাতার সেই জ্যোতির্ম্ময় আলোক উৎসের সন্ধান পেয়ে তুমি আজ অমর হয়ে গেছ।। তুমি বলেছিলে, "আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি"। জানো আজ এমন কোনো মানুষ নেই যে তোমায় ছাড়া চলতে পারে। সত্যিই আজ "কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল" তুমি। ছোটদের রবিদাদু, বড়দের কবিগুরু হয়েই আজ তুমি সবার 'মনের মন্দিরে' অবস্থান কর। তোমার যে রচনা ছোটদের কাছে ভীষণ

প্রিয় সেই রচনাই আবার কিশোর থেকে বৃদ্ধ বনিতা সকলের সকলের কাছেই সমাদৃত। সকলেই নিজ মতে তোমার সৃষ্টির অর্থ নিষ্কাশন করে চরম সুখ লাভ করে। সারাদিন একবারও বাংলা উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিও অবসরে মিউজিক সিস্টেমে অথবা হেডফোনে তোমার মাঝে ডুব দেন। সমাজের সবচেয়ে ভালো ব্যক্তিত্ব থেকে সবচেয়ে নিচ লোকটাও অবসরে তোমার কোলেই মাথা রেখে শান্তি পায়। সত্যি বলতে আজ তুমিহীন দুনিয়া অচল। এমন শান্তি, শীতলতা, ছায়াসুনিবিড় স্থান তোমার অঙ্গদ ভিন্ন কোথাও মেলেনা দাদু। একটা প্রশ্ন করবো দাদু :- "তবু মনে রেখো" আর "হেথা হতে যাও পুরাতন" এই দুটি কবিতা তুমি কাকে উৎসর্গ করেছিলে ?

আজ মেঘপিয়নের ডাকে তোমার নামে লেখা এই চিঠি পাঠালাম। সে সোনারতরী চেপে তোমার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। যদি হাতে পাও তো একবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে উত্তরটা দিও। আবারও তোমায় শুভ জন্মতিথি জানাই দাদু। এই যুগকে আশীর্বাদ করো যেন পরের যুগকে তোমার মর্যাদা দিতে শিখিয়ে যেতে পারে। আর অতি অবশ্যই জ্যোতিদাদাকে জানিও যে আজ অবধি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে জলে লুচি ভেজে খাওয়াবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। প্রণাম নিও।

— ইতি

তোমাতে নিমজ্জমান কিশোরসমাজ

লেখা: সম্বিত নস্কর

To "What should I call you !",

The journey from 'worshipping you as the God' to 'accepting your flesh and blood self' was not a smooth one, it was rather a tumultuous experience. But you ushered me through your oeuvre, especially "Ghare Baire" (The Home and The World), which is one of those very few novels that impacted and shaped my thoughts and perceptions so deeply. In your birth anniversary, I thank you! I thank you for making me understand the palpability of both negative and positive emotions in an exquisite way;

for making me understand the baggage that we put on a person's image when we consider them to be the epitome of perfection devoid of any blemish; for helping me to break the shackles of some larger than life fantasies. The enigmatic blanket that your creative works wear makes them more intriguing. You are and will be like an indecipherable pool to me in which a person can swim as long as they want, but can never precisely measure it's depth ...

From

. "someone out of nowhere"

Writer: Adrija Chakraborty

সমাপ্তি (THE ENDING)

" নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

উৎস (SOURCES)

গীতাঞ্জলি (Gitanjali)

Pinterest

www.tagoreweb.in

কৃতিত্ব (CREDITS)

লেখা (WRITE UPS) :-
সেকাল একাল :
সম্বিত নস্কর (Sambit Naskar)
পাওয়া ... :
অদ্রিজা চক্রবর্তী (Adrija Chakraborty)
রবি ঠাকুরের তোতাকাহিনী — অতঃকিম :
প্রফেসর বর্ণালী রায় বসু (Prof Barnali Ray Basu)
খোলা চিঠি ১ :
সম্বিত নস্কর (Sambit Naskar)
A Children's Song :
অমিত্রজিৎ মান্না (Amitrajit Manna)
Open Letter 2 :
অদ্রিজা চক্রবর্তী (Adrija Chakraborty)
সমগ্র ভাবনা ও সম্পাদনা (IDEATION AND EDITING) :-
অদ্রিজা চক্রবর্তী (Adrija Chakraborty)
বিশেষ কৃতজ্ঞতা (SPECIAL THANKS) :-
প্রফেসর বর্ণালী রায় বসু (Prof Barnali Ray Basu)

আমরা আমাদের অধ্যক্ষ, ডঃ ইন্দ্রনীল কর,
আমাদের আইকিউএসি সমন্বয়কারী ম্যাম,
ডঃ সুচন্দ্রা চ্যাটার্জি এবং ফিজিওলজি
বিভাগের সমস্ত বিভাগীয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের
কাছে আমাদের একত্রিত হয়ে কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে এই
কাজটি সফলভাবে করতে উৎসাহিত করার
জন্য কৃতজ্ঞ।